বরাবর,

মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দরখাস্তকারীঃ ছালেক মিয়া (চেয়ারম্যান, ৩নং মুন্সীবাজার ইউনিয়ন পরিষদ), পিতা- মৃত শহীদ মানিক মিয়া, গ্রাম- দক্ষিণ খলাগাঁও, ডাকঘর- করিমপুর, উপজেলা- রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার, ।

বিষয় ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউপি শাখা-১ এর স্মারক নং- ৪৬.০০.৫৮০০.০১৭.২৭.০০১.১৭-৫২৯, তাং- ১১/০৭/২০২১ইং মূলে সাময়িক বরখাস্তের দায় হতে অব্যাহতির প্রতিকার প্রার্থনায় আনীত দরখাস্ত।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি দরখাস্তকারী মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার ৩নং মুন্সীবাজার ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত বর্তমান চেয়ারম্যান ও শহীদ পরিবারের সদস্য হই। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার চাচা রফিক মিয়া শহীদ হন। আমার পিতা মরহুম শহীদ মানিক মিয়া ১৯৯৬ইং সনের ১২ই জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন মৌলভীবাজার-৩ (সদর-রাজনগর) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোঃ আজিজুর রহমান-এর পক্ষে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করার সময় স্থানীয় রাজাকার-আলবদরের দোসর বিএনপি-জামাতের নেতা-কর্মীদের দ্বারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। ঐদিন আমার চাচা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আজাদ মিয়াকেও নির্মমভাবে নির্যাতন করা হলে তিনি একমাস অসুস্থ অবস্থায় বাকরুদ্ধ থেকে মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় আমার মাকে ও আমাকে ডেকে নিয়ে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেন এবং আমাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক হয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। আমি দেশসেবার ব্রত নিয়ে বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে নৌকা প্রতীকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। রাজাকারের দোসর স্থানীয় বিএনপি-জামাতের লোকজন আমার ও আমার পরিবারের ক্ষতি করার পায়তারায় লিপ্ত রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বিগত ৩০/০৪/২০২১ইং তারিখে আমার ছোট ভাই জুনেদ আহমদ এর মুন্সীবাজারস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করে আমার ভাইকে প্রাণে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত,পা ও মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। আমার ভাই বর্তমানে পঙ্গু অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছে। এই ঘটনায় আসামীদের বিরুদ্ধে জি.আর ৫৮/২১(রাজ) মামলা বিচারাধীন আছে। মুন্সীবাজার ইউনিয়ন পরিষদের নামে অধিগ্রহণকৃত মুন্সীবাজারস্থ কামারপট্টির ৯ শতাংশ ভূমি দীর্ঘদিন অযত্নে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ছিলো। ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের স্বার্থে ও ৫নং ওয়ার্ডের জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল ও উপজেলা পরিষদের বিজিসিসির বিগত ১৩/১১/২০১৯ইং তারিখের সভার অনুমোদনক্রমে এলজিএসপি'র ফান্ড হতে আংশিক টাকা ব্যয় করে ১১টি দোকান কোঠার একটি টিনশেডের স্থাপনা নির্মাণ করি। যার মধ্যে বর্তমানে ৬টি দোকান কোঠায় ভাড়াটিয়া আছে এবং উক্ত দোকান কোঠাগুলোর ভাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাংক হিসাবে যথারীতি জমা হচ্ছে। উক্ত স্থাপনা নির্মাণের ফলে স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহলের বিরাগভাজন হই এবং তারা বে-নামে আমার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে রাজনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে আমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে আমি যথাযথভাবে নোটিশের জবাব দাখিল করি। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার,রাজনগর এর স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮৮০.০০২.০৬.০০৮.১৯-৯১,তারিখঃ ০৯/০২/২০২১ইং মূলে সরজমিন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তদুপরি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউপি শাখা-১ এর স্মারক নং- ৪৬.০০.৫৮০০.০১৭.২৭.০০১.১৭-৫২৯, তাং- ১১/০৭/২০২১ইং মূলে আমাকে স্বীয় পদ থেকে সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয় এবং অপর স্মারক নং- ৪৬.০০.৫৮০০.০১৭.২৭.০০১.১৭-৫৩০, তাং- ১১/০৭/২০২১ইং মূলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নোটিশের কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেছি (কপি সংযুক্ত)। আমি ব্যক্তিস্বার্থে কোন অর্থ ব্যয় করিনি। আমার অজ্ঞতাবশতঃ এলজিএসপি'র অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিতে স্থাপনা নির্মানের কাজে ব্যয় করে জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে কামারপট্টির টিনশেড প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আমি ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও সতর্কতা অবলম্বন করবো।

অতএব, মহোদয় সমীপে আকুল প্রার্থনা এই যে, একজন শহীদ পরিবারের সদস্য হিসাবে এবং নৌকা প্রতীকের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনাক্রমে আমার বিরুদ্ধে স্মারক নং- ৪৬.০০.৫৮০০.০১৭.২৭.০০১.১৭-৫২৯, তাং- ১১/০৭/২০২১ইং মূলে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক-
(ছালেক মিয়া)
চেয়ারম্যান
৩নং মুন্সীবাজার ইউনিয়ন পরিষদ

তাং- ২৬/০৭/২১ইং